প্রশ্ন : ›› মোগল যুগে বঙ্গাদেশের শাসন ব্যবস্থার পরিচয় দাও।

উত্তর :› বঙ্গাদেশে মোগল শাসনের সম্প্রসারণ বঙ্গাদেশের শাসনতান্ত্রিক বিবর্তনের ইতিহাসে এক গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। জাহাঙ্গীরের শাসনকাল থেকে বঙ্গাদেশে রাজনৈতিক সংহতি ও শান্তির যুগের সূচনা হয়। মোগল যুগেই বঙ্গাদেশ প্রথম মোগল সাম্রাজ্যের অন্যতম সমৃদ্ধ 'সুবায়' পরিণত হয়। এই সময় বঙ্গাদেশ ভৌগোলিক ও রাজনৈতিক দিক থেকে ঐক্যবদ্ধ হয়ে অহোম ও আরাকাণ রাজ্যের সীমা পর্যন্ত বিস্তারলাভ করে। বস্তুত ব্রিটিশযুগের বাংলা অপেক্ষা সুবা বাংলা বেশি বিস্তৃত ছিল। প্রকৃতপক্ষে সুবাদার ইসলাম খান ছিলেন বঙ্গাদেশে মোগল সাম্রাজ্যের প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা।

মোগল শাসনই বঙ্গাদেশের বিচ্ছিন্নতা ও অরাজকতার অবসান ঘটিয়ে একটি সুশৃঙ্খল শাসন প্রণালী প্রতিষ্ঠা করে। বঙ্গাদেশের সুবাদার ছিলেন শাসনব্যবস্থার সর্বোচ্চ ক্ষমতার অধিকারী। সামরিক, বেসামরিক আইনশৃঙ্খলা, বৈদেশিক আক্রমণ প্রভৃতি বিষয় তাকে যোগ্যতার সঙ্গে প্রতিপালন করতে হত। তবে সুবাদারের হাতে কোন গুরুতর অপরাধে মৃত্যুদন্ড দেবার ক্ষমতা ছিল না বলে পন্ডিতদের ধারণা। যাইহোক, সুবাদার হিসাবে যারা বঙ্গাদেশে নিযুক্ত ছিলেন তাদের প্রায় সকলেই রাজপরিবারের অন্তর্গত ছিলেন। সুতরাং মোগল সাম্রাজ্যে সুবাদার পদটি যে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ছিল তা বলাইবাহুল্য।

সম্রাটের ইচ্ছানুসারে সুবার শাসনকর্তা নিযুক্ত হতেন, যাকে বলা হত 'দেওয়ান'। তিনি তাঁর কাজের জন্য কেন্দ্রীয় উজীরের নিকট দায়বদ্ধ ছিলেন। সুবাদার দেওয়ানের কাজে হস্তক্ষেপ

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

করতেন না। রাজস্ব আদায়, জমি জরিপ, রাজস্বের হিসাব এবং নিয়মিত রাজস্ব প্রেরণ করা দেওয়ানের অন্যতম কাজ। সামরিক ব্যয় নির্বাহের জন্য 'বক্সী' নামক এক উচ্চপদস্ত কর্মচারী ছিলেন। তিনি সামরিক বিভাগের বেতনের হিসাব ও সেনাদের বিবরণ লিপিবদ্ধ রাখতেন। এছাড়াও 'ওয়াকিয়ানবিস' নামে আর একজন কর্মচারী ছিলেন, যিনি প্রাদেশিক সমস্ত ঘটনার বিবরণ সম্রাটের নিকট পাঠাতেন।

সুবা বাংলাকে শাসনব্যবস্থার সুবিধার জন্য কয়েকটি 'সরকার' এবং প্রত্যেক সরকারকে 'পরগণায়' বিভক্ত করা হয়। সরকার ছিল আজকের জেলার মত এবং সরকারের শাসক ছিলেন 'ফৌজদার' ও পরগণার শাসককে 'শিকদার' বলা হত। ফৌজদার ছিলেন সামরিক ও শাসনবিভাগের চূড়ান্ত অধিকারী, তিনিই শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষার দায়িত্ব পালন করতেন। উপরোক্ত মন্ত্রী ছাড়াও 'কাজী', 'কোতোয়াল', 'সদর' নামক অনেক কর্মচারী ছিলেন। ভূমি-রাজস্ব ছিল সুবা বাংলার প্রধান আয়, বঙ্গদেশে নগদ অর্থে ও শস্যের উৎপাদনের হিসাবে খাজনা আদায় করা হত। রাজস্ব বিভাগে 'কারকুন', 'কানুনগো', 'মুৎসুদ্দি', 'চৌধুরী' প্রমুখ কর্মচারী ছিলেন। প্রত্যেক শাসিত অঞ্চলের বাইরে থাকা জমিদাররা স্বাধীনভাবে শাসিত হত। অভ্যন্তরীণ শান্তিরক্ষা, বিচার ও রাজস্ব আদায়ের দায়িত্ব তাদের ছিল।

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner